তারিখ 22 DEC 2005
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

প্রথম আলো

যশোর প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্ধারণ ছাড়া কিছু হয়নি

নিজস্ব প্রতিবেদক, যশোর

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত ২৯ ডিসেম্বর যশোরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, সব উপজেলায় ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপনের ঘোষণা দিলেও গত এক বছরে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্ধারণ ছাড়া আর কিছুই হয়নি। অনুরূপভাবে ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপনের কাজও চলছে ঢিমেতালে। এক বছর পর প্রধানমন্ত্রী আজ বৃহস্পতিবার আবারও যশোর ঈদগাহ ময়দানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখবেন। তিনি যশোর জেনারেল হাসপাতালে নির্মাণাধীন করোনারি কেয়ার ইউনিট ও শিশু হাসপাতালের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ছাড়াও শংকরপুরে সরকারি শিশু সদন, শিশু পরিবারের উদ্বোধন করবেন।

জানা গেছে, গত বছর ঈদগাহ ময়দানে বিএনপি আয়োজিত জনসভায় বন ও পরিবেশমন্ত্রী তরিকুল ইসলাম যশোরে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, করোনারি কেয়ার ইউনিট স্থাপন, বাঘারপাড়া, ঝিকরগাছা, চৌগাছা ও নওয়াপাড়া উপজেলায় ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপনের দাবি জানালে প্রধানমন্ত্রী তা মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেন।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অগ্রগতি সম্পর্কে জেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট রাজস্ব ও শিক্ষা শাখায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের স্থান নির্বাচনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদকে আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে।

কমিটি সম্ভাব্য স্থান যাচাই করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সদর উপজেলার সাজিয়ালি মৌজার ৫০ একর জমি নির্বাচন করে। জমি অধিগ্রহণের জন্য কমিটির পক্ষ থেকে গত ১২ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে পত্র দেওয়া হয়েছে। পরে এ ব্যাপারে আর কিছু জানা যায়নি।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ বলেন, ইতিমধ্যে স্থান নির্বাচনসহ জমির মূল্য নির্ধারণ করে অধিগ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে। মন্ত্রণালয় থেকে একনেকে প্রস্তাব বিবেচিত হলে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু হবে। বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প হিসেবে দ্রুত অনুমোদন মিলবে বলে তিনি আশা করেন।

এদিকে বাঘারপাড়া, ঝিকরগাছা, চৌগাছা ও শিল্পশহর নওয়াপাড়া ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপনের কাজ ঢিমেতালে চলছে। কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে যশোর টিঅ্যান্ডটির সহকারী প্রকৌশলী আবুল কাশেম জানান, ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপনের লক্ষ্যে তার ও সুইচ স্থাপনের কাজ চলছে। এটা সম্পন্ন হলে ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপন করা সম্ভব হবে।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী যশোর জেনারেল হাসপাতালে প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে করোনারি কেয়ার ইউনিটের কাজ এগিয়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী আজ নির্মাণাধীন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। অপরদিকে সাড়ে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে শংকরপুরে পাঁচ তলা ভবনে নির্মিত ১০০ আসনবিশিষ্ট সরকারি শিশু সদন, শিশু পরিবারেরও আজ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী।